ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯১১
আগরতলা, ২ অক্টোবর, ২০১৯

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
স্বরোজগার দেশ ও রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তুলতে সক্ষম

'স্বরোজগার' একটা দেশ ও রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তুলতে সক্ষম। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এটাই চাইতেন। তাই তিনি গ্রাম স্বরাজের কথা বলে গেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার সাত দশকের পরেও আমাদের দেশ ও রাজ্যে গ্রাম স্বরাজকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নং প্রেক্ষাগৃহে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। আজকের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে এবছর প্রথমবারের মতো মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও ভাবধারায় দীক্ষিত বিশিষ্ট গান্ধীবাদি ব্যক্তিত্ব প্রয়াত চিত্তরঞ্জন দেবকে মরণোত্তর মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার-২০১৯ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, শিক্ষাকে চাকুরি প্রাপ্তির একমাত্র উপায় না ভেবে স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা ভাবতে পারলেই দেশ ও রাজ্য স্বনির্ভর হবে। একমাত্র স্বরোজগারই দিতে পারে স্বনির্ভর ভারতবর্ষ ও স্বনির্ভর ত্রিপুরা। এই বিশ্বাসই আজকের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষা রোজগার দিতে পারে। এ ভাবনাতেই মহাত্মাজী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং সবাইকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেই দিশাতেই কাজ শুরু করেছেন। এক স্বাবলম্বী দেশ-এক স্বাবলম্বী গ্রাম গড়ার দিশাতেই আমাদের সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী কাজ শুরু করেছেন। পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার ভাবনা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তা বাস্তবায়িত হয় নি। দেরিতে হলেও দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই প্রথম গান্ধীবাদকে গ্রহণ করে গ্রাম স্বরাজকে রূপায়ণে গুরুত্ব দিয়েছেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই ভাবনাটি এসেছে মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারা থেকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর সাত দশক পেরিয়ে গেছে কিন্তু দেশ এখনও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে নি। আর এটা হয় নি গান্ধীবাদ ছেড়ে-একাত্ম মানবতাবাদ ছেড়ে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলেই। সেদিন যদি গ্রাম স্বরাজ বাস্তবায়িত হত তাহলে আজ ঘরে ঘরে রোজগার থাকতো। দেশ ও প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা স্বনির্ভর হতে পারতো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীবাদ ও একাত্ম মানবতাবাদ শুধু আমাদের দেশকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করছে। অন্যদিকে সাম্যবাদ সারা বিশ্বে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আমাদের দেশের মানুষকে বুঝতেন। তিনি এই দেশের মাটিকে চিনেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কোন দিনই সাম্যবাদের কথা চিন্তা করেননি। তিনি ছিলেন প্রখর

***২য় পাতায়

শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রভক্ত। আমাদের দেশের জন্য গান্ধীবাদ ও একাত্ম মানবতাবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এই পথেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। স্বাধীনতার পর গান্ধীজির বিচারধারা গ্রামস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলেই আমরা এখনও অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই প্রথম মহাত্মা গান্ধীর বিচারধারাকে মূল্যায়ণ করে তা রূপায়নের প্রয়াস করছেন। ২০১৯ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য এম এস এম ই-কে শক্তিশালী ও সরলীকরণ করেছেন। এই কাজটা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যেই হতে পারতো।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের বাঁশভিত্তিক শিল্পের বিকাশে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে বহির্রাজ্য থেকে এবং বিদেশী কোম্পানীর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে এসেছিলেন অনেক বিনিয়োগকারী। এমনকি সুইডেনের একটি বিখ্যাত বাঁশভিত্তিক কোম্পানীর প্রতিনিধিও এসেছিলেন। তারা এখান থেকে ধূপকাঠির শলা নিয়ে যেতে আগ্রহী। এজন্য তারা বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। এই সম্মেলনে স্থানীয় ধূপকাঠির শলা উৎপাদক এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময় হয়েছে। এতে এখানকার উৎপাদকরা উৎসাহী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, ধূপকাঠি শলা এবং বাঁশভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীর জন্য কাঁচামাল হিসেবে যে বাঁশের প্রয়োজন তা ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। রাজ্যে বর্তমানে ১৭ হাজার হেক্টর বাঁশ চাষের জমি রয়েছে। রাজ্যে বাঁশের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বলেন, কিছুদিন আগেও বাঁশভিত্তিক শিল্প সামগ্রীর জন্য একটা বিরাট অংশের বাঁশ চিন ও ভিয়েতনাম থেকে আমদানী হত। এতে আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর ১ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে চলে যেতো। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি বাঁশ আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করায় দেশের বাঁশ উৎপাদকরা উৎসাহিত হয়েছেন। এটাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যেও ধূপকাঠির শলা তৈরীর জন্য ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগকারীরাও রাজ্যে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়েছেন। আগামী দু'মাসের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানীর প্রতিনিধি রাজ্যে বাঁশ শিল্পের সামগ্রী উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে রাজ্যে আসবেন। তাছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যেই ১০০-১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে তৈরী আছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা রাজ্যের উন্নয়ন তখনই সম্ভব হয় যখন বাইরের পুঁজি রাজ্যে আসে। আমাদের কাজ এই রাজ্যের উৎপাদকদের উৎসাহিত করা এবং তাদের আত্মবিশ্বাসের স্তরকে উন্নত করা। তিনি বলেন, গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে চলতে পারলেই তাঁর জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন সার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল গ্রাম স্বরাজ। আজ যখন সারা দেশে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে তখন ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে রাজীব মালাকার ও গোমতী রিয়াং-রা গ্রাম সভায় এসে গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ নিচ্ছেন। এটাই ছিল গান্ধীজির স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারলেই গান্ধীজির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গান্ধীজি ছিলেন আমৃত্যু সত্য সাধনায় এক মহাপুরুষ। তিনি সমগ্র দেশকে একসূত্রে

*****৩য় পাতায়

বেঁধেছিলেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশের ভাবনা গান্ধীজির জীবনধারা থেকে এসেছে। তিনি গান্ধীজির শিক্ষার ভাবনায় উজ্জীবিত হতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি মুখ্য সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, যতদিন আমাদের দেশ থাকবে ততদিন গান্ধীজির নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। গান্ধীজি অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আজকের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড. দীপান্বিতা চক্রবর্তী বলেন, মহাত্মা গান্ধী তাঁর সারাটা জীবন ভারতবর্ষের জন্য ত্যাগ করে গেছেন। তিনি মানুষকে বিবেকবান ও নির্ভীক হতে শিখিয়েছেন। ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষক ও নিপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। গান্ধীজির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পারলেই তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানো হবে। তাঁর সত্যাগ্রহ, অহিংসা ও সর্বোদয় নীতি আজও প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ‘বর্ষব্যাপী গৃহীত কর্মসূচি রূপায়ণে ত্রিপুরা সরকার’ শীর্ষক পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, ডি জি পি এ কে শুক্লা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব এন ডার্লং, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

******